স্বর্গে ডায়াল

Sunmicro System এর ফোন কলে সকালে ঘুম ভাঙ্গলো। গত তিনমাসে অসংখ্য ইন্টারভ্যু দিয়েছি। কিন্তু কোনটাতেই জব মিলছে না। অবশ্য এর আগে এই কোম্পানী ফোনে দুবার ইন্টারভিউ নিয়েছে। এবার তারা মুখোমুখি ইন্টারভিউ'র জন্য শিকাগোতে যাবার অফার দিয়েছে। কোম্পানীর পাঠানো ই-টিকেটে এ আগামী সোমবার শিকাগো যাব। মনে মনে ভীষণ উত্তেজিত আমি। সামান্য একটা ফোন কল অথচ কি অস্থিরতার মাঝে রেখেছে আমায়। Ohio থেকে শিকাগো ৫০০ মাইল এর মতন পথ। প্লেনে আড়াই ঘন্টা সময় লাগে। ছোট্ট হাতে টানা সুটকেসে প্রয়োজনীয় সকল জিনিষপত্র গুছিয়ে নির্দির্ষ্ঠ দিনে ডেলটা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে দুপুর ১২টায় শিকাগোর Ohare এয়ারপোর্টে নামলাম। ইন্টারভিউ দুপুর একটায়। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সরাসরি সানমাইক্রোর অফিসে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি ইন্টারভিউ রুমে আরো দশ-বারোজন বসে আছে। এখানে প্রথমে সিঙ্গেল এবং পরে গ্রুপ ইন্টারভিউ হবে। আমার যে কোন চান্স নেই সেটা ভালোভাবেই বুঝে গেলাম। তাই শান্তমনে ব্যাগ থেকে সেলফোন বের করে এখানে এসে পৌছানোর খবর দিলাম বাসায়। এখানে বলে রাখা ভালো যেখানেই যায় না কেন ঘন্টায় ঘন্টায় আমাকে বাসায় ফোন করে বিস্তারিত জানাতে হয় কোথায় আছি কি করছি ইত্যাদি। এর নাম আমি দিয়েছি ফোন-বুলেটিন।

বিকাল পাঁচটায় ইন্টারভিউ শেষ হলো। সান মাইক্রো তাদের পেনসিলভেনিয়ার San Java Identity Management Plant এর জন্য একদল নতুন এনালিস্ট, প্রোগ্রামার, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করছে। আর এজন্য আমার মতন আরো বারো জন প্রার্থী এসেছে USA এর বিভিন্ন অংশ থেকে। এয়ারপোর্টের কাছে হোটেল Hilton এ আমাদের থাকার ব্যবস্থা তারা করেছে। আমার ইন্টারভিউ হয়েছে মোটামোটি। মনে মনে চাকরী পাবার কোন আশা নেই। তাই নির্ভাবনায় হোটেলে এসে পরের দিন Ohio তে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আবারো বাসায় ফোন বুলেটিন দিলাম ইন্টারভিউ'র বর্ননা দিয়ে।

হোটেলে আমার রুমমেইট হিসাবে পেলাম বস্টন থেকে আগত সেভী রোজেনবার্গকে। সে আমেরিকান ইহুদী (American Jews)। অপূর্ব সুন্দরী আর অপূর্ব মেধা তার। আমার দেখামতে আমাদের গ্রুপ ইন্টারভিউতে সে একশতে একশ। এই জানুয়ারীর বরফ পড়া সন্ধ্যায় হোটেলে বসে থাকা বোকামী। তাই আমি আর সেভী মিলে Hilton এর ককটেল লনে গেলাম। গিয়ে দেখি কেউ বোলিং, কেউ বিলিয়ার্ড খেলছে, কেউবা পিয়ানোর তালে শান্ত ভঙ্গিতে নাচছে আবার কেউবা রঙ্গীন পানীয়তে ডুবে আছে। আমাদের সাথে আসা গ্রুপটিও সেখানে রয়েছে। আমি তাদের সাথে বসে আড্ডা দিতে লাগলাম। কিন্তু সেভী পকেটের ডলার খরচ করে কোন drinks খেতে রাজী নয়, এজন্য সে কাউকে খুজে বের করার চেষ্টা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে দেখী দুরে একজন অতি সুদর্শন ভদ্রলোকের সাথে সে বোলিং খেলছে। আর ওয়েটার কিছুক্ষণ পর পর তাদের drinks এবং অন্যান্য খাবার সাভ করছে। কপাল আর কাকে বলে।

রাত আটটায় রুমে ফিরে ফোনে ডিনারের জন্য পিজা আর ব্রেডস্টিকের অর্ডার দিলাম। সেভী বলেছে সে ঐ ভদ্রলোকের সাথে প্রচুর খেয়েছে, তাই আর ডিনার করবে না বলে শাওয়ার নিতে ঢুকে গেল। কিন্তু যখন ডিনার আসল, তখন সেভীই আমার আগে খেতে বসল। খুব মজা করে দু'জনে ডিনার শেষ করলাম। বাসায় ঘুমাতে যাবার আগে আবারো বাসায় ফোন করে বুলেটিন পাঠালাম। টিভির আবহাওয়ার সংবাদে দেখলাম আগামীকাল প্রচন্ড বরফ পড়ার সম্ভাবনা আছে, তাই সকাল সকাল এয়ারপোর্টে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। মাত্র পাঁচ-ছয় ডলারের ডিনার খেয়ে সেভী কৃতজ্ঞমনে আমাকে বলছে - আচ্ছা, তোমরা বাংলাদেশীরা এত ভালো কেন? বললাম জীবনে কত বাংলাদেশী তুমি দেখেছো? সে বলল, এইতো তুমি ভালো, তারপর যে ভদ্রলোকের সাথে বোলিং খেললাম সে ভালো, আর সে কিন্তু তোমাদেরই দেশের। আমি বিশ্বাস করলাম না। তখন সে চট করে ভদ্রলোকের বিজনেস কার্ড বের করে ভদ্রলোককে ফোন করতে গেল। আমি তাকে কোনক্রমে থামালাম।

সকালে ব্রেকফাস্টে লাউঞ্জে গিয়ে সেভীর সেই সুদর্শন ভদ্রলোকের সাথে দেখা হলো। সেভীর মাধ্যমে উনার সাথে পরিচিত হলাম। আমরা তিনজন একই টেবিলে বসে নাস্তা খেলাম। বুঝলাম ভদ্রলোক আসলেই অসম্ভব স্মার্ট আর চমৎকার। পরিচয় সুত্রে জানলাম তিনি অনেক ছোটবেলায় বাবামায়ের সাথে এদেশে এসেছেন। উনি ম্যারিল্যান্ডে একটা রিয়েল এসটেইট ফার্মের মালিক। এখানে ব্যবসার সেমিনারে এসেছেন। আমাদের তিনজনের ফ্লাইট একই সময়ের কাছাকাছি। তাই উনি একসাথে এয়ারপোর্টে যাবার প্রস্তাব দিলেন। সেভী সানন্দে গ্রহণ করলেও আমি নিলাম না, কারণ এত অল্প সময়ের পরিচয়ে কারো কাছে রাইড নেবার বিয়ষটির প্রতি আমার সমর্থন নেই। তাই নির্দির্ষ্ঠ সময়ে ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে চলে গেলাম। সাথে হাতে টানার ছোট্ট সুটক্যাস আর ভ্যানিটি ব্যাগ ছাড়া কোন লাগেজ নেই। হাতে ই-টিকেট, তাই লম্বা লাইনে না দাড়িয়ে কম্পিউটারে বোর্ডিং পাস বের করে সোজা গেইট নং ১৭ তে গিয়ে বসে রইলাম। আমার ফ্লাইট বাড়োটায়। এখনও এক ঘন্টা বাকি আছে। কিন্তু বরফের ভয়ে হাতে বেশী সময় নিয়ে এয়ারপোর্টে এসেছি। হঠাৎ করে দেখি সেভীর সেই ভদ্রলোক গেইট ১৯ এ বসে আছেন। আমাকে দেখে কাছে এসে বললেন উনার ফ্লাইট তিনঘন্টা লেইট করেছে। আমারটাও দেরী হবার সম্ভাবনায় বেশী। কারণ Ohio, মেরীল্যান্ড ও ওয়াশিংটন বেল্টে প্রচুর বরফ শুরু হয়েছে। সেভীর ফ্লাইট নির্দিষ্ট সময়ে বোস্টনের উদ্দেশ্যে চলে গেছে।

ফ্লাইট দেরী হবার কারণে আমরা দু'জনে হাটাহাটি আর গল্প করতে লাগলাম। ভালোই সময় কাটছিল। একসময় লাঞ্চ করার জন্য দু'জনে এয়ারপোর্টের ভিতরে 'কুজি কেবিন' নামে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। সেখানেও চমৎকার সময় কাটল। আবারো গেইটে ফিরে আসলাম। এদিকে দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ছয়টা বেজে গেল, অথচ ফ্লাইট চালু হবার কোন খবর নেই। বাসায় ফোন বুলেটিন পাঠানো দরকার। ফোন খুজতে গিয়ে দেখি হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটি সাথে নেই। এখানে সেখানে চারপাশে পনেরো-বিশ মিনিট ধরে খুজলাম। কোথাও পেলাম না। শুধু হাতে টানা ছোট স্যুটকেসটি সাথে রয়েছে। দুপুরের সেই কুজি ক্যাবিনে গেলাম। গিয়ে দেখি তাও বন্ধ হয়ে গেছে বিকাল পাঁচটায়। প্রচন্ড কান্না আসতে লাগল, কারণ ব্যাগে রয়েছে আমার কার্ড, চাবি, বোর্ডিং পাস, ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ তিন-চারশ'র মতন ক্যাশ ডলার। আর রয়েছে আমার জীবনের শ্রেষ্ট উপহার আমার মায়ের দেওয়া একটা ছোট্ট সেলফোন। মা মারা গেছেন, আর তাই তার দেওয়া ফোনটি ছিল আমার কাছে মৃত মায়ের জীবন্ত মর্মস্পর্শ। সেটা আজকে আমি হারিয়ে ফেললাম? হায়! প্রচন্ড কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে। আমার চোখের পানিতে সমস্ত অনুভূতিগুলো আমার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বাইরে দেখি প্রচন্ড স্নো মনে হচ্ছে, সাদা চাদরে সমস্ত শিকাগো ঢেকে আছে। আমার মনে অনুভব হচ্ছে আমি মরে গেছি এবং স্বর্গের শ্বেতশুভ্র আসনে বসে আছি। আমার কোন অনুভূতি নেই। মনে পড়ে হাসপাতালের বেডে শুয়ে মা আমার জন্মদিনে কাকে দিয়ে যেন ফোনটি কিনে এনে আমাকে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন - কত আজব জিনিষ দেখ, তার প্লাগ ছাড়াইদুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কথা বলা যায়। মাকে বললাম মা দেখ ভবিষ্যতে এমন যন্ত্র বের হবে যেটা দিয়ে এপার থেকে পরপারে কথা বলা যাবে। তখন অবশ্য আমি থাকব না। মা তাড়াতাড়ি আমার মুখে হাত দেন। বলেন এটা বলতে নেই। অবাক হলাম মৃত্যুপথযাত্রী মা নিজের বেলায় এ সত্যটিকে মেনে নিলেও সন্তানের বেলায় নারাজ। হায়রে মহান মাতৃস্নেহ। আর সেই মায়ের দেওয়া ফোন হারালাম আমি। এ ভাবনা আমাকে আরো অস্থির করে তুললো। সেই ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে এয়ার পোর্টের সম্ভাব্য সকল জায়গায় inform করলেন ব্যাগ হারানোর ব্যাপারে এবং সেই সাথে এয়ারলাইন্সের সুপার ভাইজারকে অনেক বুঝিয়ে without ID তে আমার নতুন বোর্ডিং পাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। এদিকে আমি একেবারে upset হয়ে চেয়ারে বসে আছি। ভদ্রলোকের সেলফোনে ফোন করে সমস্ত কিছু বাসায় জানালাম। বাইরে বরফ পড়া থামার পরে রানওয়ে থেকে সব বরফ পরিষ্কার করা হলো। অবশেষে রাত পৌনে একটায় fly করলাম Ohio এর উদ্দেশ্যে।

এত মন খারাপ ছিল আমার যে শেষমুহূর্তে ভদ্রলোককে একটা ধন্যবাদ বলব, তাও করিনি। এমনকি উনার কোন ফোন নম্বরও নেয়নি যে পরে বাসায় গিয়ে ধন্যবাদ জানাবো। প্রচন্ড ছোট মনে হলো নিজেকে। বাসায় ফেরার পরে একঘন্টা ধরে মন খারাপ শুধু ফোনের জন্য। ১২ই জানুয়ারী সকাল ন'টায় কল পেলাম কুজি ক্যাবিনের ম্যানেজারের কাছ থেকে। সে জানালো তারা আমার ব্যাগটি পেয়েছে ফ্লোরে টেবিলের নীচ থেকে। ব্যাগের ভেতরে থেকে তারা আমার ফোননম্বর আর ঠিকানা দেখে তারা ইতিমধ্যে এ ভ্যানটি ব্যাগটি Fedex এ করে পাঠিয়ে দিয়েছে। Within 24 hour এর মধ্যে ব্যাগটি আমি পেয়ে যাব। কুজি ক্যাবিনের ম্যানেজারের ফোনে এত খুশী হলাম যে সমস্ত অন্তর দিয়ে স্রষ্টার কাছে প্রার্থণা করলাম যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ট আনন্দ আর শ্রেষ্ট জিনিষগুলো সেই ম্যানেজারকে ঘিরে থাকে।

একই দিন দুপুর এগারটায় ফোন পেলাম Sun Micro System থেকে যে ওরা আমাকে job এর জন্য সিলেক্ট করেছে এবং আমার joining date হচ্ছে Feb 2nd । Sun Micro System এর এই ফোন কল আমাকে জীবনের সমস্ত স্বপ্ন আর চাওয়াগুলোকে নিজের হাতে মুঠোয় আনার সুযোগ করে দিল।

আবারো সেই একই দিনে রাত ন'টায় সেই ভদ্রলোকের ফোন এলো ম্যারিল্যান্ড থেকে। আমি বিস্ময়ে হতবাক তার ফোন পেয়ে। কারণ আমরা কেউ ফোন নম্বর বা ঠিকানা বিনিময় করিনি। তবে পরে জানলাম আমি যখন এয়ারপোর্ট থেকে উনার ফোন দিয়ে বাসায় ফোন করেছিলাম, তখন উনি আমার নম্বরটি সেইভ করে রেখেছিলেন। উনার ফোন আসায় ভালো লাগার মাত্রা যে কোথায় নিয়ে গেল তা পাঠকরা সহজেই বুঝবেন আশা করি। একই দিনে তিনটে অসাধারণ ফোন মিরাকলি আমার জীবনের মানচিত্রই বদলে দিল। আর ভদ্রলোকের সেই ফোন জীবনটাকে যে কত আনন্দময় করেছে সেই ইতিহাস না হয় Jaijaidin of the month & Jaijaidin of the Year এর জন্য তোলা রইল। আর মায়ের দেওয়া সেই ফোন হারিফে ফেলার ভয়ে স্মৃতি হিসাবে সার্ভিস অফ করে লকারে তুলে রেখেছি।

প্রিয় পাঠক/পাঠিকারা, উপরের সমস্ত ঘটনা আজ থেকে নয়/দশ বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা। কিন্তু স্মৃতিতে আজো চির সবুজ এবং জীবন্ত। এখনও জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার সময় হলে আমি সেই ফোনটি বের করে স্বর্গের নম্বরে ডায়াল করে 'মায়ের' কাছে জানতে চাই কোনটি সঠিক। মজার ব্যাপার সঠিক উত্তরটিও পেয়ে যাই। আর আজ পর্যন্ত এই ফোনটি আমার আর মৃতমায়ের মাঝে সংযোগের অসাধারণ বাহন। এখন কি পাঠকরা আমাকে বলবেন লুনাটিক নাকি ফোন প্রেমিক?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।
New Jersey, USA
joejun12348@hotmail.com